উপজেলা চোরাচালান প্রতিরোধ কমিটির জুলাই/১৭ মাসের সভার কার্যবিবরণী
তারিখ ঃ ১৭-৭-২০১৭খ্রিঃ
সময় ঃ বেলা ১১-৩০ ঘটিকা
স্থানঃ উপজেলা নির্বাহী অফিসারের অফিস কক্ষ

সভাপতি ঃ জনাব মোঃ সেলিম রেজা
উপজেলা নির্বাহী অফিসার
জীবননগর, চুয়াডাঙ্গা।

উপস্থিত সদস্যবৃন্দ ঃ পরিশিষ্ট -"ক"

সভাপতি উপস্থিত সকলকে স্বাগত জানিয়ে সভার কাজ শুরু করেন। চেয়ারম্যান, উপজেলা পরিষদ জনাব আবু মোঃ আঃ লতিফ, ভাইস চেয়ারম্যান জনাব হফিজুর রহমান, মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান জনাব আয়েশা সুলতানা এবং আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্যবৃন্দ ও অন্যান্য সদস্যবৃন্দ সভায় উপস্থিত ছিলেন। সভায় নিম্নরূপ আলোচনা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়।

১। সভায় গত সভার কার্যবিবরণী পঠিত ও কোন সংশোধনী না থাকায় তা অনুমোদিত হয়।

২। সভায় চোরাচালান প্রতিরোধ তৎপরতার উপর বিস্তারিত আলোচনা করা হয় এবং বিজিবি কর্তৃক জুন/১৭ মাসের প্রতিরোধ তৎপরতার উপর নিম্নরুপ প্রতিবেদন সভায় উপস্থাপন করা হয়।

বিজিবি'র নাম	আটককৃত অন্তঃ মুখী মালামাল	মূল্য	আটককৃত বহিঃ মুখী মালামাল	মূল্য	মামলা সংখ্যা	আটককৃত আসামী সংখ্যা	পলাতক আসামী সংখ্যা
গয়েসপুর কোং সদর	ভারতীয় শিমুল তুলা ও ফেনসিডিল ইত্যাদি	২,২২,২০০/-	-	-	০	১	০
মেদিনীপুর	ভারতীয় মাদকদ্রব্য, শাড়ী, থ্রি পিস, সেন্ডেল, কসমেটিকস	৯৭৫/-	-	০	০	০	০
নতুনপাড়া	ভারতীয় মাদকদ্রব্য, শাড়ী, ফেনসিডিল,গরু	৭৭,৭০০/-	-	০	০	১	৫
ধোপাখালী	ভারতীয় মাদকদ্রব্য, শাড়ী, মটর পার্টস, গহনা, গরু	২,৪৩,৬০০/-	-	-	০	০	-
বেনীপুর	প্রতিবেদন পাওয়া যায়নি		-	০	০	০	০
রাজাপুর	ভারতীয় মাদকদ্রব্য, শাড়ী, থ্রি-পিস ও এড়ে গরু	২,৬৩,৩৭৫/-	-	০	০	৩	৫
উথলী বিশেষ ক্যাম্প	ভারতীয় মাদকদ্রব্য, শাড়ী, থ্রি-পিস ও এড়ে গরু	-		০	০	০	০
জীবননগর বিশেষ ক্যাম্প	ভারতীয় গরু, থ্রি-পিস,পলিথিন,পটকা,শাড়ী, কসমেটিক ইত্যাদি।	১,৫০,০০০/-	-	০	০	০	০
	মোট	৯,৫৭,৮৫০/-	-	০	০	৪	১০

উপরোল্লিখিত প্রতিবেদন সভায় পর্যালোচনা করা হয়। আটককৃত অন্তঃমুখী চোরাচালান মালামাল/সামগ্রীর বিবরণ পর্যালোচনা করে দেখা যায় সীমান্তে মাদকদ্রব্য, গরু ও শাড়ীর চোরাচালানা গতমাসের চেয়ে কিছুটা বেড়েছে। আসামীসহ মামলা হলে মাদক চোরাচালান প্রতিরোধ অনেকটা সহজ হয়ে যাবে। কোম্পানী কমান্ডার, গয়েসপুর বিজিবি বলেন যে, তারা চোরাচালান প্রতিরোধে সর্বাত্নক প্রচেষ্টা অব্যাহত রেখেছেন। মাদক প্রতিরোধে আরো বেশী সতর্কতা অবলম্বন করা হয়েছে এবং সীমান্ত টহল জোরদার করা হয়েছে। উক্ত চোরাকারবারীদের প্রতি নজর রাখার জন্য অফিসার ইনচার্জ জীবননগর থানা এবং কোম্পানী কমান্ডার , গয়েসপুর বিজিবিকে অনুরোধ করা হয়।

৩। চেয়ারম্যান, উপজেলা পরিষদ জনাব আবু মোঃ আঃ লতিফ বলেন যে, মাদক ও চোরাচালান প্রতিরোধে পুলিশ, বিজিবিসহ অন্যান্য আইন প্রয়োগকারী সংস্থা কাজ করছে কিন্তু পুলিশ মাদক প্রতিরোধে বিশেষ অভিযান পরিচালনা করছে। ইদানিং দেখা যাচ্ছে যে এসব কাজ করতে গিয়ে নিরীহ ও সাধারণ হয়রানির স্বীকার হচ্ছে। নিরীহ ও সাধারন মানুষ যাতে কোনভাবেই হয়রানীর স্বীকার না হয় এ জন্য বিজিবির প্রতি দৃষ্টি আকর্ষন করেন। তাদের একার পক্ষে উহা প্রতিরোধ করা সম্ভব নয়। তাদেরকে তথ্যদিয়ে সহযোগিতা করতে হবে। বিজিবি ও পুলিশ বিভাগকে মাদকসহ সকল ধরণের চোরাচালান প্রতিরোধে আরো তৎপর হবার অনুরোধ করেন।

৪। চেয়ারম্যান, উথলী ইউনিয়ন পরিষদ বলেন যে, বর্তমানে বিজিবি দক্ষতার সাথে দায়িত্ব পালন করছে এবং আমরা এলাকাবাসী খুব খুশী। আমরা চাই নিরপরাধ মানুষ যাতে ক্ষতিগ্রস্থ না হয়। ইদানিং দেখা যাচ্ছে যে, পূর্বে যারা অপরাধের সাথে জড়িত ছিল কিন্তু এখন তারা আর কোন অপরাধের সাথে জড়িত নয় কিন্তু বিজিবি তাদেরকে গ্রেফতার করে নিয়ে গিয়ে হয়রানি করছে যা এলাকায় চরম আতঙ্ক সৃষ্টি করছে মর্মে সভাকে অবহিত করেন। তিনি আরো বলেন যে, নিরীহ ও সাধারণ মানুষ যাতে হয়রানির স্বীকার না সে জন্য বিজিবি সদস্যদের দৃষ্টি আকর্ষন করেন।

৫। **সদস্য জনাব মোঃ সোহরাব হোসেন খান** বলেন যে, আমরা যারা সীমান্ত এলাকার মানুষ তারা এখন অশান্তিতে আছি। সীমান্ত এলাকায় বিজিবির সোর্স কবিরের দৌরাত্বে একাকার মানুষ আজ অতিষ্ট হয়ে গেছে। সীমান্ত এলাকার কোন লোক যদি তার কথা মত না চলে তাহলে সে বিভিন্ন ভাবে হুমকি দিচ্ছে এবং বলছে যে, বিজিবির মাধ্যমে ফেনসিডিল দিয়ে চালান দিয়ে দেব। সাধারন মানুষকে কবিরের আতঙ্ক থেকে রক্ষা করার জন্য বিজিবিকে বিশেষভাবে অনুরোধ জানান এবং ভবিষ্যতে যাতে এরকম ঘটনা আর না ঘটে সে জন্য সংল্লিষ্ট সকলের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষন করেন।

৬। ক্যাম্প কমান্ডার, জীবননগর বিশেষ ক্যাম্প বলেন যে, আমরা ভালো কাজ করছি। এমনকোন নজির নাই যে আমরা নিরপরাধ মানুষকে হয়রানি করছি তারপরও অভিযান পরিচালনার সময় নিরপরাধ মানুষও হয়রানির স্বীকার হতে পারে তবে এটা সম্পূর্ন অনিচ্ছাকৃত ভুল এবং কবিরের বিষয়ে আমি খুব বেশী জানিনা তবে সে যদি এরকম অপরাধের সাথে জড়িত হয়ে থাকে তাহলে অবশ্যই আইনের আওতায় আনা হবে। অনিচ্ছাকৃত ভুল যাতে আর না হয় এজন্য বিজিবি সতর্ক আছে মর্মে সভাকে জানান। মাদক ও চোরাচালান প্রতিরোধে অভিযান অব্যাহত আছে এবং বিজিবি সদস্যরা সবসময় সতর্ক আছে মর্মে সভাকে অবহিত করেন।

৭। সভাপতি সভায় আলোচিত চুম্বক অংশগুলোর প্রতি আলোকপাত করেন। সকল ধরণের চোরাচালান বিশেষ করে মাদক প্রতিরোধে নিয়োগকারী সংস্থাগুলোকে আরো দায়িত্ব নিয়ে কাজ করতে হবে। মাদক ও চোরাচালান প্রতিরোধে নিয়মিত মোবাইল কোর্ট পরিচালনা করা হবে মর্মে সভাকে জানান। ভারত থেকে মাদক আসা বন্ধ করতে যথাযথ পদক্ষেপ নিতে হবে। মাদক চোরাচালানের জড়িত ব্যক্তিদেরকে আটকসহ মাদক প্রতিরোধে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য কোম্পানী কমান্ডার, জীবননগর বিশেষ ক্যাম্প ও গয়েসপুর বিজিবিকে অনুরোধ করা হয়। চোরাচালান প্রতিরোধের পাশাপাশি নারী পাচার এবং সন্ত্রাস ও নাশকতা মূলক ঘটনা না ঘটে সে দিকেও নজর রাখতে বিজিবি ক্যাম্প অধিনায়কগণকে অনুরোধ করা হয়।

গৃহীত সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নে সচেষ্ট হবার আহবান জানিয়ে এবং সকলকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করে সভাপতি কর্তৃক সভার সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়।

(মোঃ সেলিম রেজা)
সভাপতি
উপজেলা চোরাচালান প্রতিরোধ কমিটি
ও
উপজেলা নির্বাহী অফিসার
জীবননগর, চুয়াডাঙ্গা।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
উপজেলা নির্বাহী অফিসারের কার্যালয়
জীবননগর, চুয়াডাঙ্গা।
http//jibannagar.chuadanga.gov.bd

স্মারক নংঃ ০৫.৬৮২.০০৬.০২.০০.০০১.১৭- ২২০৬

তারিখঃ ১৩-৮-২০১৭খ্রিঃ

অনুলিপি সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহনের জন্য প্রেরিত হলো ঃ

১। সচিব, স্বরাষ্ট মন্ত্রণালয় , ঢাকা।
২। কমিশনার,খুলনা বিভাগ,খুলনা
৩। জেলা প্রশাসক,চুয়াডাঙ্গা।
৪। অধিন্যয়ক,৩৫/এ কোম্পানী,চুয়াডাঙ্গা।
৫। পুলিশ সুপার, চুয়াড়াঙ্গা ।
৬। চেয়ারম্যান, উপজেলা পরিষদ, জীবননগর।
৭। অফিসার ইনচার্য, জীবননগর থানা।
৮। উপজেলা . . . . . .কর্মকর্তা, জীবননগর।
৯। চেয়ারম্যান,. . . . . ইউনিয়ন পরিষদ।
১০। জনাব ঃ----------।

(মোঃ সেলিম রেজা)
সভাপতি
উপজেলা চোরাচালান প্রতিরোধ কমিটি
ও
উপজেলা নির্বাহী অফিসার
জীবননগর, চুয়াডাঙ্গা।